তারিখ 5 APR 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সংবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলজি লাইফ'স গুড প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ট্রাস্ট ফান্ড গঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য 'এলজি লাইফ'স গুড প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষভাবে সক্ষম মেধাবী শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর এ ট্রাস্ট ফান্ড থেকে বৃত্তি পাবেন। গত ২১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিসের সম্মেলন কক্ষে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে এলজি ইলেক্ট্রনিক্স বাংলাদেশ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যাডওয়ার্ড কিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহমেদের হাতে ১০ লাখ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার রায়, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এনামুজ্জামান ও এলজি ইলেক্ট্রনিক্স বাংলাদেশের হেড অব কনজ্যুমার ইলেক্ট্রনিক্স মাহমুদুল হাসান।

অনুদানকৃত অর্থ 'এলজি লাইফ'স গুড প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ট্রাস্ট ফান্ড' নামে একটি তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হবে। জমাকৃত অর্থের মুনাফা থেকে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতজন বিশেষভাবে সক্ষম মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। ট্রাস্ট ফান্ডটি প্রতিষ্ঠার জন্য এলজি ইলেক্ট্রনিক্স বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'আমাদের উচ্চশিক্ষা একটি বড় ধরনের ও ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও অনেক। এটি শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার প্রমাণ। কিন্তু এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষে কঠিন। কেননা আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে।' তিনি বলেন, বৃত্তি শুধু শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা দেয় না, তাদেরকে অনুপ্রাণিতও করে। 'এলজি লাইফ'স গুড প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ট্রাস্ট ফান্ড' নিশ্চিতভাবে শিক্ষার্থীদের চলার পথকে সহজ ও সুগম করবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এলজি ইলেক্ট্রনিক্স বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যাডওয়ার্ড কিম বলেন, 'প্রতিবন্ধিতা কোন প্রতিবন্ধকতা বা অক্ষমতা নয়। বরং বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীরা নানা বাধা অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের শক্তি ও সক্ষমতার প্রমাণ দিচ্ছেন। আমাদের এই প্রচেষ্টা তাদের সেই সংগ্রামের স্বীকৃতি দেয়ার একটি প্রচেষ্টা।' সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।